দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

02

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

গতকাল (১ জানুয়ারী) থেকে দেশের সকল স্কুলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারীতে ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ইউনিসেফের এক জরিপ রিপোর্টে দেখা গেছে, '৯২ সালে চালু স্কুল এলাকার শতকরা ৩০ ভাগের সাফল্যের হার শতকরা একশ' ভাগ। বাকী এলাকাগুলোতে সাফল্যের হার শতকরা ৯১ ভাগ। সাফল্যের এই প্রেক্ষাপটেই যে, এবার দেশের সকল স্কুলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। জাতীয় ক্ষেত্রে সাফল্যের খবর আমাদের দেশে কদাচিৎ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয় তাৎপর্যবহও বটে। সন্তান-সন্ততির অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এদেশের মাতা-পিতারা যে গভীরভাবে আগ্রহী এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারেও যে তারা খুবই সচেতন, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গত বছরের সাফল্য এটারই প্রমাণ করে। এতদিন সঠিক পদক্ষেপ ও যথাযথ উদ্যোগের অভাব ছিল। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এই পদক্ষেপ এ উদ্যোগ নিয়েছে এবং তার সাফল্যও হাতে হাতে পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী সরকারী এই কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার এই আহবানের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ যদি সচেতন হয়, সরকারের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টায় নিজেদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ জোরদার করে, তবে স্বল্পতম সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে।

এমন একটা সময় ছিল যখন এদেশে কোনো শিশুর নিরক্ষর থাকা ছিল অসম্ভব। অথচ, ঔপনিবেশিক শাসনামলে এই সাক্ষর ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ব্যতিক্রম বাদে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতঃপর, শিক্ষিত অনুগামী বানানোর ব্রিটিশ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করার পর নতুন করে স্কুল গড়ে উঠতে শুরু করে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগেও স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই ধারা এত বছর পরও বহাল আছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সাক্ষরের সংখ্যা এখনও শতকরা ২৫-এর ওপরে উঠতে পারেনি। একটি দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষই যদি নিরক্ষর থাকে তবে সে দেশের প্রত্যাশিত উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। এযাবৎ জনগণকে সাক্ষর করে তোলার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত করার বহু গালভরা বুলি আমরা শুনেছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্মসূচী ও রাজনৈতিক, সামাজিক দায়-বদ্ধতা আমরা লক্ষ্য করিনি। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছে এটা আশার কথা। কিন্তু, কাজটি এত বড় যে, সরকারের একার পক্ষে এটা স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করা সহজ নয়। এ জন্যে একে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করা দরকার। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, অভাব আছে, প্রতিবন্ধকতাও আছে। কিন্তু, গোটা জাতি যদি এগিয়ে আসে, তবে কোনো কিছুই সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের অজানা নেই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে হাজার হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কয়েক হাজার রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমনও কয়েক হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, আছে কয়েক হাজার এফতেদায়ী মাদ্রাসা ও মক্তব এবং আরও রয়েছে হাজার হাজার মসজিদভিত্তিক শিক্ষালয়। সুতরাং, নতুন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খুব একটা প্রয়োজন নেই। এগুলোকে সংগঠিত করে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যেখানে যে ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ দরকার তা নিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব। রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অবিলম্বে সরকারীকরণ করা, বাকীগুলোর রেজিস্ট্রেশন দিয়ে শিক্ষকদের ভাতা প্রদান করা এবং পর্যায়ক্রমে এগুলোও জাতীয়করণ করা, এফতেদায়ী মাদ্রাসাকে একইভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা অর্থাৎ সরকারীকরণ করা এবং আরও মক্তব-মাদ্রাসা ও মসজিদভিত্তিক শিক্ষালয় যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা দেওয়া হলে দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে আমরা মনে করি। ইতোমধ্যে এসব ক্ষেত্রে সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে ও নিতে যাচ্ছে বলে আমরা শুনেছি— তাতে আমরা আশাবাদী। আমাদের এই আশাবাদ সত্য হয়ে উঠুক, এটাই কামনা করি।